দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 22 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দিয়াজের মৃত্যু নিয়ে রহস্য

ছাত্রলীগের ২ নেতা ও প্রক্টরকে দায়ী করেছে পরিবার

চট্টগ্রাম ব্যুরো ● চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধারের ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত খুন তা নিয়ে প্রশাসনের লোকজনই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বাসার সিলিংফ্যানের সঙ্গে গলায়

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ২

দিয়াজের মৃত্যু নিয়ে রহস্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বিছানার চাদর পেঁচানো থাকলেও তার পা ছিল খাটের ওপরে থাকা বালিশের সঙ্গে লাগানো। হাত ছিল মুষ্টিবদ্ধ। দিয়াজের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও পাওয়া যায়নি।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৫ কোটি টাকার যে উন্নয়নকাজ চলছে, সেখানকার ভাগ-বাটোয়ারা পেতেই দিয়াজকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার জন্য তারা ছাত্রলীগের দুই নেতা ও চবির একজন প্রক্টরকে দায়ী করেছেন।

পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছেন, কেউ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলে তার জিহ্বা বের হয়ে যায়। আর হাত সোজা হয়ে থাকে। কিন্তু দিয়াজের জিহবা বের হয়নি।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার নূরে আলম মিনা গতকাল সোমবার সকালে তার কার্যালয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেছেন, বাম পায়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। হত্যা না আত্মহত্যা তা উদঘাটন করতে ঘটনার পর থেকেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার আগে কিছুই বলা যাচ্ছে না। তদন্তের জন্য আমরা বিছানার চাদর, পায়ের নিচের বালিশসহ বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছি। তিনি বলেন, পরিবার চাইলে মামলা করতে পারবে। আমরা মামলা নেব।

অভিযোগ রয়েছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ৭৩ কোটি টাকার কলা অনুষদ ভবন ও ২২ কোটি টাকায় শেখ হাসিনা আবাসিক হলের বর্ধিতকরণ প্রকল্প থেকে ছাত্রলীগ নেতারা এক কোটি ৮০ লাখ টাকা পেয়েছেন। এই টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই মূলত এ খুন।

গত রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২নং গেটসংলগ্ন ভাড়া বাসায় দিয়াজ আত্মহত্যা করেন বলে প্রচার করা হয়। খবর পেয়ে হাটহাজারী থানা পুলিশ সেখানে যান। তারা দিয়াজের কক্ষটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ পান। কিন্তু বারান্দার দরজা খোলা দেখতে পান। পাশের নির্মাণাধীন ভবন থেকে ওই দরজা দিয়ে দিয়াজের কক্ষে আসা-যাওয়া করার সুযোগ রয়েছে। দিয়াজের অনুসারী 'বাংলার মুখ'র সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি মো. আলমগীর টিপু, সাবেক সাধারণ' সম্পাদক জামশেদুল আলম চৌধুরী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আনোয়ার হোসেন এই খুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঘটনার পর পরই দিয়াজের অনুসারীরা তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করেন। তারা এ ঘটনার জন্য এ তিনজনকে দায়ী করে মিছিল ও স্লোগান দেন। গতকাল সকালে দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর লাশ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে আনা হলে পাশে প্রবর্তক মোড় অবরোধ করেন ছাত্রলীগের একদল কর্মী। তারা আবারও আলমগীর টিপু, জামশেদুল আলম চৌধুরী ও শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।

এদিকে গতকাল দুপুরে চট্টগ্রামের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর ক্যাম্পাসের বাসায় যান। সেখানে দিয়াজের মা ও বোনেরা এ তিনজনকে দায়ী করে মেয়রকে অভিযোগ দেন। দিয়াজের মা জাহেদা আমিন চৌধুরী মেয়রকে অভিযোগ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৫ কোটি টাকার যে উন্নয়নকাজ চলছে, সেখানকার ভাগ-বাটোয়ারা পেতেই দিয়াজকে খুন করা হয়েছে।

চবির উন্নয়নকাজ থেকে পাওয়া টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে এর আগেও ছাত্রলীগ একাধিকবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে। গত ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় চবি ছাত্রলীগের সহসভাপতি তায়েফুল হক ওরফে তপুকে শহীদ মিনারের সামনে একদল যুবক কোপায়। পর দিন রাতে দিয়াজ চৌধুরীর বাসায়ও হামলা করা হয়। এর পর থেকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে তার পরিবারের সদস্যরা বাসা ত্যাগ করে আত্মীয়ের বাসায় থাকতেন। দিয়াজই কেবল একা ওই বাসায় থাকতেন। তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দিয়াজ ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। তিনি এ জন্য কাউকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতেও নিষেধ করেন।

নিহত কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক দিয়াজ ইরফান চৌধুরী এবং চবি ছাত্রলীগের সভাপতি মো. আলমগীর টিপু দুজনই আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী।

দিয়াজের মৃত্যু সম্পর্কে আলমগীর টিপু আমাদের সময়কে বলেন, আমরা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে পেরেছি, দিয়াজ আত্মহত্যা করেছেন।

এদিকে গত রোববার রাত থেকেই চবি ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতাকাল সকালে চৌধুরীহাট ও ফতেহাবাদ রেলস্টেশনে একাধিকবার শাটল ট্রেন অবরোধের চেষ্টা করেন নিহতের অনুসারীরা।